০৯-০৭-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এই রুহানী বিশ্ব বিদ্যালয়ে এসেছ বুদ্ধু থেকে বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য, বুদ্ধিমান অর্থাৎ পবিত্র, পবিত্র হওয়ার পড়া তোমরা এখন পড়ছ"

প্রশ্ন : -- বুদ্ধিমান বচ্চাদের মুখ্য নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর : -- বুদ্ধিমান বাচ্চারা সদা জ্ঞানে রমণ করতে থাকবে । তারা ঈশ্বরীয় নেশায় মত্ত থাকবে । তাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান থাকবে । তাদের এই নেশা থাকবে যে, আমাদের বাবা আমাদের জন্য পরমধাম থেকে এসেছেন, আমরা তাঁর সঙ্গেই পরমধামে ছিলাম । আমাদের বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, আমরা এখন মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়েছি । তিনি আমাদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তির আশীর্বাদী বর্সা দিতে এসেছেন ।

গীত : কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি । জীবের আত্মা জানে যে, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের সামনে বসে পড়াচ্ছেন বা রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তাই এ হলো ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় । একে বিশ্ব বিদ্যালয় কেন বলা হয় ? এমন নয়যে , আর যে সব ইউনিভার্সিটিস আছে সে সব এই ইউনিভার্সের জন্য । বিলেতে যেমন এমন ইউনিভার্সিটি আছে যা ফর্সাদের জন্য কালোদের সেখানে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয় না । তাহলে সে তো এই ইউনিভার্সের জন্য হলো না, তাই তাকে ইউনিভার্সিটি বলা যাবে না । এ কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো যে, এ হলো প্রকৃত ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি । এ কথা কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না কারণ সকলেই বুদ্ধু । বাবাই এই বুদ্ধুদের বুদ্ধিমান করেন । মানুষ বুদ্ধিমানদের সামনে মাথা নত করে । দেবী - দেবতা বা সন্ন্যাসীদের সামনে মাথা নত করে । সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে তাই অবশ্যই তারা বুদ্ধিমান । পবিত্রতাকে সুন্দর মনে করা হয় । এই বিকারই মানুষকে হয়রান করে তাই পবিত্র থাকা সন্ন্যাসীদের গৃহস্থী মানুষ বুদ্ধিমান মনে করে আর তাদের চরণে মাথা নত করে । ব্যস, সন্ন্যাসী নিবাস দেখবে আর চট্ করে মাথা ঠেকাবে । এখন তো তাঁদের মান কম হয়ে গেছে তাই মানুষ সাবধানে পা ফেলে । আগে তো সন্ন্যাসীদের দেখে মানুষ চট্ করে বলে বসতো -- স্বামী জী, আমার ঘরে চলুন । এখন তো তাঁদের মধ্যে অনেকেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাই যারা অনেক নামীদামী তাঁদেরই মান থাকে । বড় মানুষও তাঁদের সামনে মাথা নত করে -- তা কেন ? লেখাপড়া জানা মানুষ তো সন্ন্যাসীদের থেকেও বড় হতে পারে কিন্তু তাঁরা পবিত্র থাকে, তাঁরা সন্ন্যাস নেয় তাই তাঁদের বুদ্ধিমান মনে করা হয় । এখন তোমরা বুদ্ধিমান হচ্ছো । তোমরা এখন রচয়িতা এবং রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । তোমাদের মধ্যেও কিন্তু সকলের এতো নেশা থাকে না । এই নেশা চড়তেও অনেক সময় লাগে । সম্পূর্ণ নেশা তো অন্তিম সময়েই থাকে । এখন তোমরা যেমন পুরুষার্থ করো, তেমন নেশা চড়তে থাকে তোমাদের । নিরন্তর এ কথা যেন স্মরণে থাকে যে -- আমাদের আত্মাদের বাবা পরমাত্মা এসেছেন । বিশ্বের মালিক বানাবার জন্য তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন । তাই পুরুষার্থ করার শুভ চিন্তা থাকা চাই । সকলের সেই চিন্তা থাকে না । এখানে শোনার সময় নেশা থাকে কিন্তু এখান থেকে বের হলেই সব খেলা শেষ । পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই তো সব হয়, তাই না । সকলের এই বিশ্বাস এখনও তৈরী হয় নি যে, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের

সাগর, তিনি জীবনমুক্তি দাতা, যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানান । এখান থেকে পা বাইরে পড়লেই সমস্ত খুশী অদৃশ্য হয়ে যায় । না হলে বাচ্চারা, তোমাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত ।

আমিও এই শরীরের আধার নিয়েছি । না হলে আমি কিভাবে রাজযোগ শেখাবো ? আমার তো নিজের শরীর নেই । মন্দিরে দেখো, সকলের নিজের শরীর আছে । আমি তো অশরীরী । আর সকলেই আকারী বা সাকারী শরীর পেয়েছে কিন্তু আমার কোনো শরীর নেই । সোমনাথের মন্দির বা শিবের যে কোনো মন্দিরেই যাও না কেন, সেখানে সবই নিরাকারী রূপ । কেবল ভিন্ন – ভিন্ন নাম রেখে দিয়েছে । এ তো তোমরা জানোই যে, আত্মা পরমধাম থেকেই আসে । আত্মা ভিন্ন – ভিন্ন শরীর ধারণ করে অভিনয় করে । আমি এই ৮৪ জন্মের চক্রে আসি না । আমি পরমধামেই থাকি । এখন আমি এই শরীরে এসেছি । তোমরা বলবে যে, নিরাকার তাহলে কিভাবে আসে ? হ্যাঁ, আসতে পারে । তোমরা যখন পিন্ড খাওয়াও তখন আত্মা তো আসে । শরীর তো আর আসে না । আত্মা এসে প্রবেশ করে । মানুষ মনে করে আত্মা অন্যের শরীরে প্রবেশ করে । কোনো ভূতের আত্মা তো খুবই চঞ্চল হয়, পাথর ইত্যাদি ছুঁড়ে মারে । আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখনই কিছু করতে পারে, ওদের ভূত বলা হয় । অশুদ্ধ আত্মারাও শরীরে প্রবেশ করে । বাচ্চারা তোমাদের অনুভব আছে যে, কিভাবে অশুদ্ধ আত্মার বিচলিত – বিভ্রান্ত থাকে যতক্ষণ না তারা শরীর পায় । শুদ্ধ আত্মারাও আসে । এও এই ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে । যা কিছুই অতীত হয়ে গেছে, সবই এই ড্রামার খেলা । বাবা বোঝান যে, আমি এসে এই সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে প্রবেশ করি । অবশ্যই এক অনুভবীর শরীর তো চাই । ব্রহ্মার নাম বিখ্যাত । ব্রহ্মার মতও বিখ্যাত । এই মত ব্রহ্মা কোথা থেকে পেয়েছেন ? ব্রহ্মা হলেন শিববাবার সন্তান । তাই এ তাঁরই শ্রীমত । তাই অবশ্যই মুখ্য শ্রীমত ব্রহ্মারই হওয়া উচিত যাঁর মধ্যে বাবা প্রবেশ করেন । ভারতবাসী এই কথা জানে না । তারা তো মনে করে, সব একই এক । কৃষ্ণ – শিব সবই এক । কৃষ্ণকে মহাত্মা যোগেশ্বর বলা হয় । কিন্তু কেন বলা হয় ? এ কথা তো কেউ বুঝতে পারে না । কৃষ্ণের আত্মা এখন ঈশ্বরের কাছে যোগ শিখে যোগেশ্বর হচ্ছেন । এ কতো গোপন রহস্য । মানুষ তো বলে দেয় যে, পরমাত্মা নাম – রূপ থেকে পৃথক, তাঁর কোনো শরীর নেই কিন্তু তোমরা তো বলো যে, সোমনাথের মন্দির শিব অবতরণের স্মরণিকা । অবশ্যই আগের কল্পে শিববাবা এসেছিলেন আর এখন আবার এসেছেন । এরপর দ্বাপরে তাঁর ভক্তি শুরু হয় । মানুষ শিবরাত্রি পালন করে ।

বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা আত্মারা পরমধাম থেকে অভিনয় করার জন্য এসেছো । আত্মা হলো অবিনাশী, এতে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে । বাবা যেমন পুরানো শরীরে এসেছেন তেমনি তোমরা আত্মারাও এখন পুরানো শরীরেই আছো । বাবা এই পুরানো শরীরকে উদ্ধার করে নতুন শরীর দান করেন । তিনি যুক্তি বলে দেন যে, কড়ি তুল্য শরীর থেকে হীরে তুল্য কিভাবে হবে ? এই গায়নও আছে যে -- মাশুক একজনই । বাবা বলেন যে, আমি পরমধামের অধিবাসী,তোমরাও পরমধামে থাকো । আমি পুরানোর থেকেও পুরানো শরীরে প্রবেশ করেছি । তোমাদেরও এ ৮৪ জন্মের অন্তে পতিত শরীর । তোমরাও নিজেদের আত্মা মনে করো । আমরা ৮৪ জন্মের ভোগ সম্পূর্ণ করেছি । এখন নতুন দুনিয়াতে আমরা নতুন শরীর পাবো । তাই আমাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত । এ নম্বর অনুযায়ী হয়, কারোর তো আবার সম্পূর্ণ মাথা মোটা । মায়া তাদের সম্পূর্ণ পাথর বুদ্ধির করে দিয়েছে । গরম তাওয়ায় যেমন জল ঢাললে শুকিয়ে যায়, ঠিক তেমনই যেন গরম তাওয়া । আরে, তোমরা কেবল নিজেদের আত্মা, বাবার সন্তান মনে করো । ওরা এই কথা বুঝতে পারে না । যদি

বুঝতে পারতো তাহলে আশ্চর্যবত ভাগন্তী কেন হয়ে যেতো ? মায়া খুবই জবরদস্ত । কোনো ভুল করলেই মায়া থাপ্পড় লাগিয়ে দেবে । আরে, বাবা এসেছেন আশীর্বাদী বর্সা দিতে তবুও তোমরা বিকারী হয়ে যাও । মায়া খুব বড় থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় । বাবা তো থাপ্পড় মারবেন না । মায়া থাপ্পড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেয় । এমন অনেকেই মায়ার থাপ্পড় খেতে থাকে । মায়াও বলে যে --- তোমরা বাবাকে স্মরণ করো না তাই আমি তোমাদের থাপ্পড় মারি । মায়াকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বাবা যখন বুদ্ধিহীনকে বুদ্ধিমান করেন, তখন তোমরা কেন সেবা করো না । অন্ত পর্যন্ত কি মায়ার মোচড় খেতে থাকবে ? অনেকেই এই মোচড় খেতে থাকে --- কেউ ক্রোধের, কেউ আবার মোহের মোচড় । বাবা বলেন -- তোমরা সবকিছু সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকো । যে বিকার তোমরা দানে দিয়ে দিয়েছো তা আবার কাজে কেন নিয়ে আসো । বিকারের তো কোনো রূপই নেই । অর্থের জন্য তোমাদের বলা হবে ট্রাস্টি হয়ে থাকো । যদিও তা কাজে লাগাও তাও খুব সাবধানে, বাবার শ্রীমতে । অর্থ দিয়ে কোনো বিকর্ম করো না, না হলে তার সম্পূর্ণ বোঝা তোমাদের মাথায় এসে পড়বে । মায়া হলো খুবই তমোপ্রধান । সেও জানে যে -- এ বাবাকে ভালোভাবে স্মরণ করে না, তাই একে ঘুসি মারো । মায়া বলে যে -- যদি বাবা আর বর্সাকে স্মরণ না করো তাহলে আমি ঘুসি মারবো । অনেক বাচ্চারা লেখে যে -- বাবা, মায়া থাপ্পড় মেরেছে । বাবাও লেখেন -- হ্যাঁ বাচ্চা, মায়াকে নির্দেশ দেওয়া আছে যে, খুব থাপ্পড় মারো কারণ তোমরা আমার হও না । আমি তোমাদের সর্বদার জন্য সুখী করতে এসেছি, তবুও তোমরা আমাকে স্মরণ করো না । এও খুবই সহজ কিন্তু সময় লাগে । না হলে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করে খুশীর পারদ চড়ে যাওয়া উচিত । অবশেষে বাবাকে স্মরণ করতে করতে একটা লাফ দিলে যে -- ব্যস, আমরা বাবার কাছে চলে যাচ্ছি তারপর আমরা স্বর্গে আসবো । তখন একদম মস্তিতে চলে যাবে ।

আচ্ছা, এই কথা তো কেউই জানে না যে, আত্মা হলো পরমপিতা পরমাত্মার আশিক । প্রকৃত আশিক হলে তোমরাই । অর্ধেক কল্প তোমরা আশিক হয়ে নিজেরা মাশুককে স্মরণ করো কিন্তু এ কথা তোমরা জানতে না যে আত্মাই পরমাত্মার আশিক হয় । ওরা তো বলে দেয় যে আত্মাই পরমাত্মা আবার পরমাত্মাই আত্মা । এখানে তো তা অনেক আলাদা । তোমরা জানো যে, পরমাত্মা হলেন মাশুক । সেই পবিত্র আত্মা আমাদের কতো সুন্দর বানান । আমরা আত্মারা পতিত হওয়ার কারণে আমাদের শরীর রূপী গয়নাও পতিত হয়ে যায় । বাবা এসেছেন আবার আমাদের গোরা বানাবার জন্য শরীরও স্বর্ণ যুগের পাওয়া যাবে । সোনায় তো খাদ দেওয়া হয়, তাই না ।

এখন দেখো -- এই মন্দির হলো আদি দেবের । কেউ না কেউ তাঁর নাম মহাবীর রেখে দিয়েছে । তারা অর্থ কিছুই জানে না । হনুমানকেও তারা মহাবীর বলে দেয় । এখন কোথায় হনুমান আর কোথায় আদি দেবকে মহাবীর বলে দেয় । জৈন মুনি মহারাজ যা বলেছেন তা চলে এসেছে । আজকাল তো ঋদ্ধি - সিদ্ধিও অনেক বেড়ে গেছে । এই বাবা সবই জানেন । অনেকে অনেক পরিশ্রম করে, হাত থেকে কেশর পর্যন্ত বের করে দেয় । মানুষ মনে করে --- এ তো অদ্ভুত, চট্ করে তাদের অনুগামী তৈরী হয়ে যায় । ঋদ্ধি - সিদ্ধি যারা দেখায়, তাদের অনেক অনুগামী । এখানে তো এইসব কথা নেই ।

বাবা বলেন -- আগের ৫ হাজার বছরের মতো তিনি আবার এসেছেন । এমন কেউই বলতে পারে না । বাচ্চারাও বলে -- বাবা, ৫ হাজার বছর আগে আমরাও এসেছিলাম । আপনার থেকে স্বর্গের

বর্সা নিয়েছিলাম । এখন আবার এই ব্রহ্মার দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সন্তান হয়েছি আমরা । এই দুনিয়া এখন কলিযুগেই আছে । কলিযুগে ব্রাহ্মণ কিভাবে আসবে ? ব্রাহ্মণকে তো সঙ্গম যুগে চাই । পা এবং টিকি, এ তো সঙ্গমই হলো । শূদ্র এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গম । শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয় । এই ৮৪ র চক্র তো কেউই জানে না । তোমরা জানো যে --আমরাই ব্রাহ্মণ, আমাদেরই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মার সন্তান হয়েছি । ওই ব্রাহ্মণদের তোমরা বলতে পারো ----তোমরা ব্রাহ্মণরা নিজেদের ব্রহ্মার সন্তান বলো । আচ্ছা, ব্রহ্মার বাবা কে ছিলেন ? তারা বলতে পারবে না । এ যেন টিনের কৌটায় নুড়ির মতো । ব্যস, আমরা ব্রাহ্মণরাই ভগবান আর তোমরা সকলেই ভক্ত । এখন তোমরা বলো -- আমরা লক্ষ্মীকে বরণের উপযুক্ত তৈরী হচ্ছি । এতেই পুরুষার্থ চলতে থাকে ।

তোমরা জানো, আমরা পরমধাম থেকে এসেছি । এখন বাবা আবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন । আমরাও এই ব্রহ্মাণ্ডের মালিক । বাবাও এই পুরানো শরীরে এসেছেন আর আমরাও এই পুরানো শরীরেই আছি । বাবা বলেন -- আমাকেও এই পুরানো শরীরের আধার নিতে হয় । এখন আমি তোমাদের বাবা, আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । তিনি তোমাদের সময়ও দেন । পাণ্ডব গভর্নমেন্টদের সেবা কম করে আট ঘন্টার হওয়া উচিত । রাজযোগ শেখাতে হবে । শঙ্খধ্বনি করতে হবে । তোমরা শ্রীমতে চলে বিশেষত ভারতকে আর সাধারণভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে স্বর্গ বানাও । স্বর্গে কেবল তোমরাই আসো, অন্য ধর্মের মানুষ আসে না । ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র -- একেই বিরাট স্বরূপ বলা হয় । এমন এক বিরাট রূপের চিত্র বানানোর প্রয়োজন যাতে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে । মানুষ বিষ্ণুকে বিরাট স্বরূপে নিয়ে এসেছে । চিত্র তো অবশ্যই চার যুগের । এখন হলো কলিযুগ । এই চক্র অবশ্যই ঘুরবে । ব্রাহ্মণ তো সঙ্গম যুগেই হয় । বাকি হলো শরীরের ব্রাহ্মণ, পান্ডা । তারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী নয় । ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীরা তো তাদের দাদুর থেকে আশীর্বাদী বর্সা পায় । ওই ব্রাহ্মণরা বর্সা কোথা থেকে পাবে ! এই কথাও তো তোমাদের মধ্যে নম্বর অনুযায়ী বুঝতে পারে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : - -

১) বুদ্ধির দ্বারা সবকিছু সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । খুব সাবধানে শ্রীমত অনুযায়ী কার্য করতে হবে ।

২) বাবা আর তাঁর অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করে অপার খুশীর অনুভব করতে হবে । বাবার স্মরণে মত্ত হয়ে যেতে হবে । প্রকৃত আশিক হতে হবে ।

বরদান : -- যোগ অগ্নির (জ্বালা) দ্বারা বিশ্বের আবর্জনা ভস্মকারী বিশ্ব পরিবর্তক ভব

যোগ জ্বালা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের শক্তি এবং ভালোবাসার (লগনের) অগ্নি দ্বারাই অপবিত্রতা রূপী আবর্জনাকে ভস্ম করতে পারো । যেমন দেবীদের স্মরণে দেখানো হয় যে জ্বালার দ্বারা আসুরী শক্তিকে ভস্ম করে দিয়েছেন । এই স্মরণ এখনকার । তাই প্রথমে জ্বালা রূপ হয়ে আসুরী সংস্কার,

স্বভাব সবকিছু ভস্ম করে সম্পূর্ণ পবিত্র হও, তখনই যোগ আর পবিত্রতার জ্বালায় বিশ্বের আবর্জনা ভস্ম করে বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত হতে পারবে ।

স্লোগান : -- আজ্ঞাকারী সে-ই, যে মনমত, পরমত থেকে মুক্ত থেকে সদা শ্রীমতে চলতে পারে ।